29/10/2015

XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৪ বর্ষ ২৩২ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১১ কার্তিক ১৪২২ কলকাতা

সুলভ, কিন্তু অ-খাদ্য

দিল্লি পুলিশের বড়কর্তা জানাইয়াছেন, 'হিন্দু সেনা'র সেনানীরা যাহাতে অশান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, তাহা নিশ্চিত করিতেই তাঁহারা কেরল ভবনে পুলিশ পাঠাইয়াছিলেন। তাহা হইলে কুড়ি জনের পুলিশবাহিনী কেন কেরল ভবনে গোমাংস বিক্রয় হয় কি না, সেই অনুসন্ধান সারিয়াই ফিরিয়া আসিল, বড়কর্তা বলেন নাই। সত্যটি হইল, দাদরিতে যেমন হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা মহম্মদ আখলাকের বাড়িতে গোমাংসের সন্ধানে গিয়াছিল, দিল্লির কেরল ভবনে পুলিশের অভিযানটিও একেবারেই সেই গোত্রের। পুলিশকর্তা বলিয়াছেন, কেরল ভবনের ঘটনায় পুলিশ অন্যায় করে নাই— দিল্লির আইন অনুসারে রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ। অজুহাতটি বহুমাত্রায় আপত্তিজনক। প্রথমত, এমন বিচিত্র আইন আদৌ কেন থাকিবে, তাহার কোনও উত্তর নাই। দ্বিতীয়ত, কেরল ভবনে গরু জবাই হইতেছিল, এমন অভিযোগও উঠে নাই। গোহত্যা নিষিদ্ধ হইলেও গোমাংস ভক্ষণে কোনও আইনি নিষেধাজ্ঞা মদনলাল খুরানার সরকারও জারি করে নাই। তৃতীয়ত, অভিযোগ যদি থাকেও, যদি সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করিতেই হয়, তাহার বহুতর পথ ছিল। বিশেষত, কেরল ভবন প্রশাসনিক ভাবে কেরলের অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নহে। সেখানে পুলিশ পাঠাইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের সহিত আলোচনা করা বিধেয় ছিল। দিল্লি পুলিশ, এবং তাহার নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধর্মকে অমর্যাদা করিয়াছে। দায় প্রধানমন্ত্রীরও।

তাঁহার দফতর অবশ্য দিল্লি পুলিশের নিকট কৈফিয়ত তলব করিয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভবত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশল। প্রধানমন্ত্রী সত্যই বিচলিত হইয়াছেন, এমন কথা মনে করা কঠিন। তাঁহার শাসনকালে ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় খবরদারি উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। সত্যই যদি তিনি তাহাতে বিচলিত বোধ করেন, তবে তাঁহাকে সে কথা আপন আচরণে প্রমাণ করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রশ্নেই প্রমাণ করিতে হইবে। গোমাংস তাহার অন্যতম। প্রাচীন মানসিকতা ত্যাগ করিয়া নূতন ভারত গড়িতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রীকে ভাবিতে হইবে, গোহত্যা নিবারণী আইন

কে কী খাবে, তাতে রাষ্ট্রের কী?

মইদুল ইসলাম

সারা পৃথিবীর লোক এখন আমাদের দেশ নিয়ে হাসাহাসি করছে, কারণ একবিংশ শতাব্দীতে কে কী খাবে আর পরবে সেই বিষয়ে অযথা চর্চা, অশান্তি, এমনকী হত্যাকাণ্ড হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গোমাংস খাওয়ার গুজব ছড়িয়ে আর হিমাচলের সিরমৌরে গোরু পাচার সন্দেহে দু'জন সাধারণ মুসলমান নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়েছেন, 'ভারতে থাকতে গেলে মুসলিমদের গোমাংস খাওয়া ছাড়তে হবে'। ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আবার খাপ পঞ্চায়েতকে সমর্থন করেন আর মহিলারা কী পোশাক পরবেন সে বিষয়ে ফতোয়া দেন। কেরল ভবনে 'বিফ ফ্রাই' রাখার অভিযোগে পুলিশি হানাদারি হয়েছে। এ-রকম আরও নানান ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিছু অর্বাচীনকে বাদ দিলে সারা পৃথিবীর লোক এখন আমাদের দেশ নিয়ে হাসাহাসি করছে, কারণ একবিংশ শতাব্দীতে কে কী খাবে আর পরবে সেই বিষয়ে অযথা চর্চা, অশান্তি, এমনকী হত্যাকাণ্ড হচ্ছে।

ভারতে গোমাংস মুসলিমরা যেমন খান তেমন খ্রিস্টান, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) মানুষের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গোমাংস ভক্ষণ করেন। সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় পত্রিকায় দুজন গবেষক ২০১১-১২ সালের শেষ জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য (৬৮তম রাউন্ড) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ভারতে অন্তত আট কোটি মানুষ গোমাংস খান যার মধ্যে প্রায় সওয়া এক কোটি মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী ভারতের ৭.৫ শতাংশ নাগরিক বা প্রত্যেক ১৩ জন ভারতীয়ের মধ্যে এক জন মানুষ গোমাংস খান। সওয়া এক কোটি হিন্দু সম্প্রদায়ের গোমাংস ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে ৬৫.৪ শতাংশ দলিত, ৫.৬৮ শতাংশ আদিবাসী, ২১.৬৫ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির এবং ৭.২৭ শতাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু। অন্য দিকে, ৬.৩৪ কোটি বা প্রায় ৪০ শতাংশ ভারতীয় মুসলিম গোমাংস খান, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৬.৫ শতাংশ। এই তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভারতে অধিকাংশ মুসলিম বা খ্রিস্টান গোমাংস খান না, আবার অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ গোমাংস খান।

লক্ষণীয়, বিজেপি শাসিত গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী

'উৎপাত নয়'। দিল্লিতে কেরল ভবনের সামনে রাজ্যের সাংসদরা। ২৭ অক্টোবর। *পিটিআই*

মন্তব্য করেছেন, সে রাজ্যে গোমাংস নাকি 'খাদ্যাভাসের অংশ' এবং গোমাংস খাওয়ার উপরে কখনওই নিষেধাজ্ঞা জারি হবে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যের মানুষের খাদ্যাভাসের উপরে জোরজবরদস্তি তালিবানি ফতোয়া জারি করতে চান না স্রেফ নির্বাচনী হিসেব নিকেশের কথা ভেবে।

গোহত্যা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের (১৯৫৮ ও ২০০৫) রায়ের সারমর্ম করলে জানা যায়, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত গোমাংস খাবার পক্ষে বহু গরিব মানুষের প্রোটিন জাতীয় খাবারের চাহিদার কথা বলেছে। অন্য দিকে যে কোনও প্রকারের মাংস খাবার উপরে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্ট বলেছে যে মাংস খাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা কারও উপরে জোর করে চাপানো যাবে না।

গোমাংস বিষয়ে বিতর্কে, বিভিন্ন পত্রিকায় কেউ কেউ ঋগ্‌বেদে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি এক বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী এক নবীন ইতিহাসবিদের গবেষণার উল্লেখ করে লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের (বর্তমান রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের) মাংসাশন বিরোধী বৈষ্ণব-জৈন বণিক শ্রেণি সেখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে সচেতন ভাবে 'এক নতুন হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন তৈরি করতে চেয়েছিল যার নৈতিক দাবি ছিল অহিংস হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা'। দু'শতক পরে সমকালীন ভারতে সেই একই সামাজিক শক্তি হিন্দুত্ববাদ (যা হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা)'কে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই হিন্দুত্ববাদের একটা মতাদর্শগত ভিত্তি দিতে ভারতের ইতিহাসকে অনেক সময় বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে। সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা যেমন প্রতিবাদের একটা নতুন নিদর্শন রেখেছেন, তেমন ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা রুখতে গেলে ইতিহাসবিদদের এগিয়ে আসতে হবে। মতাদর্শগত বিভেদ আপাতত তাকে তুলে রেখে ভারতের বর্তমান ইতিহাসবিদরা একজোট হয়ে কি কোনও অভিনব প্রতিবাদ করতে পারেন না?

দু'বছর আগে এক আড্ডায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক বিশেষজ্ঞ বিহারনিবাসী অধুনাপ্রয়াত এক ইতিহাসবিদের সম্পর্কে একটি গল্প বলেছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপকের এক চাকরি প্রার্থী, ইন্টারভিউ দিতে এসে তাঁর নিজের লেখা গাদাগুচ্ছের বই হাতে নিয়ে প্রায় ন্যুব্জ অবস্থা। ইন্টারভিউ পঁচিশ মিনিট চলাকালীন প্রয়াত ইতিহাসবিদ চাকরিপ্রার্থীর প্রত্যেকটা বই উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। ইন্টারভিউয়ের শেষ লগ্নে বোর্ডের বাকি সদস্যরা ওই প্রবীণ ইতিহাসবিদকে একটা প্রশ্ন করতে বললেন। তিনি চাকরি প্রার্থীর উদ্দেশে কেবল বললেন, 'আপ তো বহুত কুছ লিখ লিয়ে হায়, অব থোড়া পঢ় ভি লিজিয়ে' (আপনি তো অনেক কিছু লিখে ফেলেছেন, এ বার একটু পড়েও ফেলুন)। যাঁরা বলেন, মহাভারতের কর্ণ প্রাচীন ভারতে বংশগতি বিজ্ঞানের উদাহরণ, গণেশের কাহিনি প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ, পুষ্পক রথ প্রাচীন ভারতে উড়োজাহাজ জ্ঞানের নিদর্শন, রামায়ণ মহাভারতের মতো উচ্চমার্গের সাহিত্যকে যাঁরা ঐতিহাসিক দলিল বলে চালান তাঁদেরও বলতে ইচ্ছে হয়, 'থোড়া পঢ় ভি লিজিয়ে'।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

সম্পাদক সমীপেষু

দাসী সহ মেমসাহেব। জে এফ অ্যাটকিনসন-এর *কারি অ্যান্ড রাইস* (১৮৫৯) থেকে।

মেমসাহেব ও ক্রীতদাসী

মৃণাল মাইতি ('মানুষ না পিশাচ', সম্পাদক সমীপেষু, ২৪-৯) লিখেছেন, 'স্মৃতিতে চলকে উঠল প্রায় দেড়শো বছর আগে কলকাতার একটি ভয়াবহ ছবি। বাংলার গভর্নর তখন ওয়ারেন হেস্টিংস।' এখানে একটু সময়-বিভ্রাট ঘটেছে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) কী করে গভর্নর হবেন?

উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-'৯৪) সম্পর্কে মাইতি জানাচ্ছেন, 'তিনি বলেছিলেন, কলকাতার ঘরে ঘরে ক্রীতদাসী'। অষ্টাদশ শতকে সারা বিশ্বেই কিন্তু দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। বহু ইংরেজ জাহাজের কাপ্তেন তখন দাস ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন।

শ্রীমাইতি জানাচ্ছেন, হেস্টিংসের